WORLD AIDS DAY 2000

1st December

AIDS - Men Make a Difference

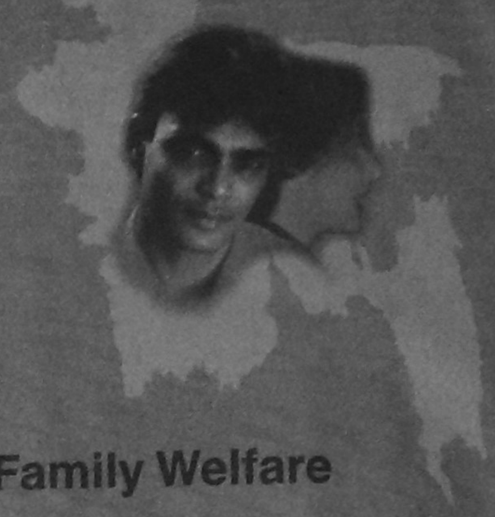

AIDS/STD Programme,Directorate of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare

Concept & Design : DHRUBO ADVERTISING CONCERN

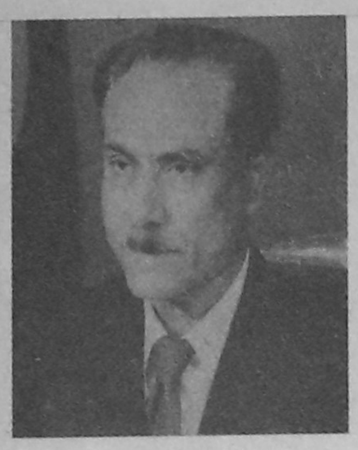

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

১৭ অগ্রহায়ণ ১৪০৭
০১ ডিসেম্বর ২০০০

রাষ্ট্রপতি

বাণী

এইডস বর্তমান শতাব্দীর সবচাইতে ভয়ংকর এক ব্যাধি । এ রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ দিন " বিশ্ব এইডস দিবস" পালিত হয়।

আমাদের দেশে যদিও এ রোগের বিস্তার কম তবুও এর বিস্তার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বেশী জোরদার করতে হবে। এ রোগ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা আশংকাজনক। সংযত জীবন যাপন ও নিন্দনীয় অভ্যাস পরিহার করে এইডস এর বিস্তার রোধ করা যায়। এই প্রেক্ষাপটে এবারের এইডস দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় " এইডস প্রতিরোধে পুরুষের ভূমিকাই প্রধান"। গণসচেতনতা সৃষ্টিতেও এইডস মুক্ত সমাজ গঠনে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ বাঞ্ছনীয়।

আমি দিবসটির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৭ অগ্রহায়ণ ১৪০৭
০১ ডিসেম্বর ২০০০

প্রধানমন্ত্রী

বাণী

দেশব্যাপী 'বিশ্বব্যাপী এইডস দিবস' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। প্রাণঘাতী এ রোগের হাত থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করা এবং এ বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টিতে এ দিবস পালনের গুরুত্ব অপরিসীম।

এইডস বিশ্বব্যাপী জনমনে আতঙ্ক ও দুর্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। এ রোগ শিশু ও যুবসমাজের জন্য অধিক ঝুঁকিপূর্ণ। অনেকে এ রোগে আক্রান্ত হয়ে অমানবিক এবং দুঃসহ জীবন যাপন করছে। প্রয়োজনীয় সতর্কতামুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে এ রোগ বিপর্যয় বয়ে আনতে পারে । তাই সুদৃঢ় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করে এইডস প্রতিরোধে সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরী। এ লক্ষ্য অর্জনে আমাদের সরকার সমন্বিত স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতে জরুরি কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগে গ্রহণ করেছে। এসব উদ্যোগ সফল করে তোলার জন্য আমি সমাজের সর্বস্তরের জনসাধারণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আসুন, আমরা সবাই মিলে এইডস প্রতিরোধের অঙ্গীকার গ্রহণ করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

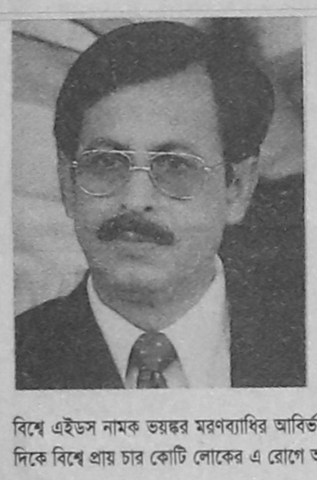

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

বাণী

বিশ্বে এইডস নামক ভয়ঙ্কর মরণব্যাধির আবির্ভাব আজ মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ লোক এ রোগে মৃত্যু বরণ করছে। এ শতাব্দীর শেষের দিকে বিশ্বে প্রায় চার কোটি লোকের এ রোগে আক্রান্তের সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অভিমত প্রকাশ করেছে।

এইডস শুধুমাত্র একটি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাই নয়, বরং একটি ব্যাপক সামাজিক সমস্যা। তাই এ সমস্যা সমাধানে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। যেহেতু এ রোগের কোন কার্যকর চিকিৎসা বা প্রতিষেধক এখনও আবিস্কৃত হয়নি, তাই প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণই এ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায়।

এইডস রোগের ভয়াবহতার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে জরুরী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ সরকারও এইডস্ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়োজিত। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী সংগঠন এবং সমাজের সকল গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে গণসচেতনতা বৃদ্বির লক্ষ্যে এগিয়ে আসার জন্য আমি উদাত্ত আহ্বাণ জানাচ্ছি।

আমি এ দিবসটির সাফল্য কামনা করছি ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু ।
বাংলাদেশ দীর্ঘজীবি হোক।

শেখ ফজলুল করিম সেলিম

প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

বাণী

পয়লা ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও এ দিবসটি পালিত হতে যাচ্ছে। এ বছরের বিশ্ব এইডস্ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে - AIDS MEN MAKE A DIFFERENCE অর্থাৎ এইডস প্রতিরোধে পুরুষের ভূমিকাই প্রধান।

মরণব্যাধি এইডস বর্তমান বিশ্বের এক মারাত্মক সমস্যা। পৃথিবীতে প্রতিদিন প্রায় ষোল হাজার লোক এই রোগের ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছে। যে ভাবে এ রোগের সংখ্যা বেড়ে চলেছে তাতে চলতি সালের শেষ নাগাদ সমগ্র বিশ্বে এ রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা চার কোটির অধিক হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে এশিয়ায়, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এ রোগের সংখ্যা মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। আমরাও এ সমস্যা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নই। পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর অবস্থা চিন্তা করলে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে আমাদের দেশেও যে কোন সময় এ রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই এই মূহূর্তে আমাদেরকে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। তাই প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এ রোগ থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায়। বিশ্ব এইডস দিবসে দেশের সর্বস্তরের জনসাধারনের নিকট আহ্বান- এ মরণ ব্যাধি থেকে মুক্তি পাবার জন্য আসুন আমরা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলি যাতে করে আমাদের আগামী প্রজন্ম এ অভিশাপ থেকে রক্ষা পেতে পারে।

বিশ্ব এইডস্ দিবস ২০০০ উদযাপনের উদ্দেশ্য সফল হোক, এই কামনা করি।
আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

অধ্যাপক ডাঃ এম, আমানউল্লাহ

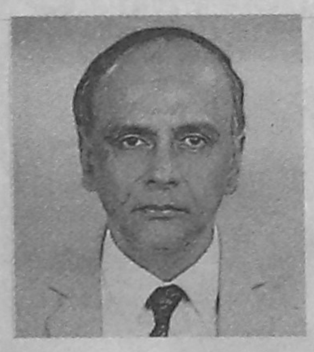

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও ১লা ডিসেম্বর ২০০০ বিশ্ব এইডস দিবস হিসেবে উদযাপিত হচ্ছে। এ মারাত্মক ব্যাধির সংক্রেমণ বৃহত্তর সমাজ ও দেশের জন্য হুমকি স্বরূপ। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে এমনিতেই অনেক স্বাস্থ্যগত সমস্যা রয়েছে; তার উপর এইডস এ মত সর্বনাশা রোগের সুচিকিৎসার ভার বহণ করা সমাজ ও অর্থনীতির পক্ষে দুরুহ হবে।

যদিও পরিসংখ্যানে দেখা যায় বাংলাদেশে এ রোগের প্রাদুর্ভাব অনেক কম । ভৌগলিক অবস্থাসহ বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় এমন কিছু বিষয় বিরাজমান রয়েছে যা এই রোগ ছড়িয়ে পড়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে।
এ রোগের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে ১৯৮৫ সারে জাতীয় এইডস্ কমিটি গঠন করা হয় এবং ইতোমধ্যে জাতীয় এইডস্ নীতিমালা প্রনয়ণ করা হয়েছে । এইডস নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন সমন্বিত স্বাস্থ্য কার্যক্রমের আওতায় অত্যাবশ্যকীয় সেবা কার্যক্রমে(ইএসপি) আলাদা এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম সন্নিবেশিত করে কার্যের পরিধির বিস্তৃতি ঘটানো হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় , জাতিসংঘেসহ বিভিন্ন বিদেশী সংস্থা এবং সরকারী ও বেসরকারী উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় এইডস্ প্রতিরোধে দেশব্যাপী ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

এইডস্ বিরোধী কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ণে সরকার, এনজিও ও ব্যক্তিপর্যায়ে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।
বিশ্ব এইডস্ দিবস ২০০০ উদযাপনের উদ্দেশ্য সফল হোক, এই কামনা করি।

সৈয়দ আলমগীর ফারুক চৌধুরী

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

বাণী

বিশ্ব এইডস্ দিবস উদযাপন বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব বহণ করে । পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও পহেলা ডিসেম্বর, বিশ্ব এইডস্ দিবস পালিত হতে যাচ্ছে । এই বিশেষ দিনকে সামনে রেখে আমরা সারা দেশে ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়েছি। এটা আনন্দের ব্যাপার যে জাতীয় কর্মসূচীর সাথে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং আপামর জনসাধারনের অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এটা জাতীয় এইডস্/এসটিডি কর্মসূচির জন্য সম্পূরক সুযোগ যার মাধ্যমে আগামী দিনে মারাত্মক এইডস্ রোগ প্রতিরোধ সম্ভিলিত পরিকল্পনা আরো জোরদার করতে হবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং এশিয়ার এইডস্ রোগের মারাত্মক প্রভাব বিস্তার লাভ করেছে। আফ্রিকা অঞ্চলের দেশগুলোতে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিনিয়ত এইডস্ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করছে। UNAIDS এর সূত্র মতে (ডিসেম্বর ১৯৯৯), পৃথিবীর মোট এইচআইভি ভাইরাস সংক্রমণের শতকরা ৯৫ ভাগই এখন উন্নয়নশীল দেশগুলোর মাঝে পরিলক্ষিত হচ্ছে । বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর মধ্যে ভারত, মায়ানমার, থাইল্যান্ড'এ এইচ আই ভি ভাইরাস এবং এইডস্ রোগ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পরেছে । কোন কোন দেশে বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর মাঝে যেমন - যৌনকর্মী, শিরায় নেশা গ্রহণকারীর মাঝে এইচআইভি-র প্রাদুর্ভাব শতকরা ২০ ভাগ থেকে ৭০ ভাগ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। ১৯৯৯ সালে পরিচালিত সরকারি জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে এইচআইভি-র প্রাদুর্ভাব কম হলেও এই মারাত্মক মরনব্যধি রোগ বিস্তারের ঝুকিপূর্ণ সকল দিক সমূহ বিদ্যমান। যার প্রভাব এবং বিস্তার সম্বন্ধে এখনও দেশের জনগণ পুরোপুরিভাবে অবহিত নয়। বাংলাদেশে এই রোগের প্রতিরোধের জন্য সফল কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। সহযোগী সংস্থার সাথে যৌথভাবে অতিসত্বর কর্মসূচীকে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে নিয়ে যাওয়ার সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে । আমাদের হাতে সীমিত সময় রয়েছে, কেবল মাত্র যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমেই বাংলাদেশকে এই বিপদজনক এইডস্ রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে মুক্ত করা যাবে।

আমাদের সকলের আন্তরিক সহযোগিতা, বাস্তব অবস্থাকে সামনে রেখে খোলামেলা আলোচনা এবং এইডস্ প্রতিরোধে অগ্রনী ভূমিকা বাংলাদেশের জন্য সুখবর বয়ে আনতে পারে।

প্রফেসর এ বি এম আহসান উল্লাহ

মহাপরিচালক
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

বাণী

বাংলাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব এইডস্ দিবস উদযাপণ উপলক্ষে দেশব্যাপী বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। বিশ্বময় এইডস মহামারীর প্রেক্ষিতে দিবসটি উপলক্ষে নির্বাচিত এবারের প্রতিপাদ্য "Men Make a Difference" খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং বাস্তবধর্মী বলে আমি মনে করি।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৮১ সালে বিশ্বের প্রথম এইডস্রোগী সনাক্ত হলেও ইতোমধ্যে বিশ্বের সকল দেশে এইডস্ রোগের নিষ্ঠুর পদচারণা শুরু হয়েছে । ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ ও শিশু নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্বে প্রায় ৫০ মিলিয়ন মানুষ এইডস্ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে বলে বিশ্ব সংস্থাসমূহ মতে জানা গেছে। এইডস ভাইরাসের বিধ্বংসী আচরণের ফলে এ পর্যন্ত প্রায় ১৮ মিলিয়ন এইডস্ রোগী মৃত্যুবরণ করেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে এইডস্ দ্রুতবিস্তার লাভ করে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, মায়ানমার এবং থাইল্যান্ডে জনস্বাস্থ্যকে বিপন্ন করে তুলছে। বাংলাদেশেও এইডস্ রোগের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং সবার অজান্তেই বাড়তে শুরু করেছে।

এইচআইভি/এইডস্ বিস্তার প্রক্রিয়াতে পুরুষের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশী। পুরুষ জনগোষ্ঠীর অতি উৎসাহী যৌন আচরণ, মাদকদ্রব্য গ্রহণ এবং অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন এইডস্ সংক্রমণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে। এসব বিবেচনায় এইডস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে পুরুষদেরকেই দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপন সফল হোক।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

Major Activities Performed by AIDS/STD Programme

Following were the activities performed by the Programme during the year 1999 - 2000:

1. The National Policy on HIV/ADIS/STD related issues has already been approved by the cabinet in 1997.
2. An inventory on NGOs working in the field STD/AIDS prevention and control has been completed and text transformation of the inventory is done.
3. The task of mapping of the "Geographical Information System (GIS) on Brothel in Bangladesh" was given to "Urban Community Health Programme" - an NGO. The final report of the GIS has already been submitted to GOB.
4. NGO selection modalities and selection criteria have been developed. Inputs of NGOs, donor community and other development partners are incorporated. Three workshops were organized with donor community, NGOs and other development partners to develop this GO-NGO collaboration modality, NGO selection criteria and funding mechanism. The document was later finalized and approved by Technical Committee of National AIDS Committee
5. 22 NGOs have been selected and funded for behaviour change support intervention activities. MIS formats (both qualitative and quantitative) were prepared for quarterly reporting.
6. Two NGOs have already been funded directly after being approved by the Steering Committee in the ministry for BCC activities and prevention of HIV/AIDS and STD among sex workers.
7. Two small group preparatory workshops were held to review and update the National HIV/AIDS strategy document 1997-2002. A consensus workshop was held on 1st to 3rd May 2000 to finalize the National HIV/AIDS strategic plan. The document has been updated.
8. Development of the "National HIV-AIDS Behavior Change Communication Strategic Implementation Plan for Bangladesh" has been completed. The document is approved by the Technical Committee, NAC.
9. The AIDS/STD Programme has organized the World AIDS Day 1998 and 1999. The day was observed in a befitting manner. Different government organizations, development partners and NGOs took part in the different activities of the day.
10. A training on Programme Management in the field of HIV/AIDS was held in April 2000. Two expatriate consultants came to conduct the training programme.
11. 2nd sentinel surveillance on HIV/AIDS and syphilis has been completed and findings were disseminated after approval of TC, NAC. The dissemination that was held on 2nd and 3rd July 2000.
12. Two research proposals were accepted and contracted out to IEDCR to study the qualitative aspect of condom promotion and antibiotic sensitivity in gonococcal infection.
13. One intervention initiative was contracted out to BMA to orient its member physicians on HIV/AIDS and STD issues.
14. A daylong Multi-Sectoral Workshop with involvement of different ministries to develop work plan on HIV/AIDS/STD prevention was held on 5th June 2000. Different Line Ministries attended the workshop and prepared their respective plan of action for 2000-2001 to support the National AIDS Programme.
15. Structure and terms of reference of AIDS Committees at district and upazila levels in order to support and maintain liaison with national committee regarding different relevant activities were reviewed and revised, and finally submitted to the government after affirmation of TC of NAC.
16. Educational and instructional materials were prepared for orientation of senior health personnel at division, district and upazila level on HIV/AIDS and STD issues.
17. Divisional workshops in six divisional towns for upazila level health and family welfare managers were held to orient the participants on HIV/AIDS/STD issues.
18. Upazila level workshops to orient upazila health and family welfare workers were held in all the upazilas of the country. Around 55,000 health and family welfare workers were oriented on basic issues of HIV/AIDS and STDs in those workshops.
19. Educational materials for different opinion leaders, social elites and professional groups in different municipal areas have been prepared.
20. Workshop on HIV/AIDS/STD with (1) City Corporation/Municipalities Ward Commissioners/Members, (2) Head of NGOs, (3) Head of the teaching institutes (4) Religious leaders including Imams of different mosques in City Corporation and Municipalities and (5) Local elites and opinion leaders are being held.
21. Billboards with HIV/AIDS messages have been erected in division, district and upazila towns.
22. TV spot developed and being broadcast to supplement the massages used in the Billboards.
23. Messages are prepared and discussion initiated with Ministry of Transport on getting messages painted on 18 double-decker buses. The Transport Ministry approved the initiative.
24. Discussion was held with Ministry of Home Affairs regarding orientation of 1,000,00 law enforcers on HIV/AIDS and STD issues. Preparation of an educational module for the purpose is underway.
25. Initiative has been taken to provide organizational, technical and financial support of Red Crescent Society to have orientation programmes for their volunteers. Workshop with CPP officials has been conducted and implementation of the programme will start very soon.
26. Two workshops were held on legal, ethical and human rights issues related to HIV/AIDS in Bangladesh for reviewing and disseminating the existing situation and future necessity. Draft review document is ready for TC endorsement.
27. The Programme supported attendance of a six-member government and NGO team to XIIIth International Conference on AIDS in Durban, South Africa.
28. The Programme also supported a visit of a four-member government team to Kenya to see their HIV/AIDS Programmes.